একোননবতিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণপুত্রকে উদ্ধার করলেন

কিভাবে ভৃগুমুনি ভগবান বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন এবং কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দ্বারকায় এক বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অনেকদিন আগে সরস্বতী নদীর তীরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে একদল ঋষির মধ্যে বিতর্ক উঠল। এই বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য তাঁরা ভৃগু মুনিকে নিয়োগ করলেন।

ভৃগু অধীশ্বরগণের সহ্যশক্তি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কারণ এই গুণটি শ্রেষ্ঠত্বের একটি নিশ্চিত লক্ষণ। প্রথমেই তিনি তাঁর পিতা ভগবান ব্রহ্মার বাসস্থানে, তাঁকে কোনরকম শ্রদ্ধা নিবেদন না করেই প্রবেশ করলেন। এতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু ভৃগু তাঁর পুত্র হওয়ায় তিনি তাঁর ক্রোধ সংবরণ করলেন। এরপর ভৃগু তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবের কাছে গেলে তিনি তাঁর আসন থেকে উঠে ভৃগুকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ভৃগু সেই আলিঙ্গন অগ্রাহ্য করে শিবকে 'উন্মার্গগামী' বলে অভিহিত করলেন। শিব তখন তাঁর ত্রিশূল দিয়ে ভৃগুকে বধ করতে উদ্যত হলে দেবী পার্বতী মধ্যস্থতা করে তাঁর পতিকে শান্ত করলেন। এরপর ভগবান নারায়ণকে পরীক্ষা করার জন্য ভৃগু বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। লক্ষ্মীদেবীর কোলে মস্তক রেখে শায়িত ভগবান নারায়ণের কাছে গমন করে ভৃগু তাঁর বক্ষে পদাঘাত করলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ভগবান ও তাঁর পত্নী উভয়েই উত্থিত হয়ে ভৃগুর প্রতি এই বলে 'সাদর' শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন, "দয়া করে আসন গ্রহণ করুন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। হে প্রভু, আপনার উপস্থিতি লক্ষ্য না করার জন্য দয়া করে আমাদের মার্জনা করবেন।" ভৃগু যখন ঋষিগণের সভায় ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে নিশ্চিতরূপে শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ।

একবার দ্বারকার এক ব্রাহ্মণ পত্নীর এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মৃত্যু মুখে পতিত হলে ব্রাহ্মণ তাঁর মৃত-পুত্রকে রাজা উগ্রসেনের দরবারে নিয়ে এসে রাজাকে তীব্র ভর্ৎসনা করতে লাগলেন—"এই কপট, ব্রাহ্মণদের প্রতি লোভপরায়ণ শত্রু যথাযথরূপে তার কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতে না পারার জন্যই আমার পুত্রের

মৃত্যু হয়েছে!" এইভাবে বারবার ব্রাহ্মণ এই একই দুর্ভাগ্যে পতিত হতে থাকলেন এবং প্রত্যেকবারই তাঁর মৃত শিশুকে রাজ দরবারে এনে রাজাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। যখন নবম সন্তানটির জন্ম হয়েই মৃত্যু হল, সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত অর্জুন ব্রাহ্মণের অভিযোগ শ্রবণ করে বললেন, "হে প্রভু, আমিই আপনার সন্তানকে রক্ষা করব এবং যদি আমি ব্যর্থ হই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি অগ্নিতে প্রবেশ করব।"

কিছুকাল পর, ব্রাহ্মণপত্নী দশমবারের জন্য আসন্নপ্রসবা হলে, অর্জুন যখন তা জানতে পারলেন, তিনি সূতিকাগৃহে গিয়ে বাণরাশির এক সুরক্ষিত পিঞ্জর দ্বারা সেই গৃহকে আচ্ছন্ন করলেন। কিন্তু তবুও অর্জুনের চেষ্টা ব্যর্থ হল, কারণ শিশুটি জন্মগ্রহণ করা মাত্র ক্রন্দন করতে করতে আকাশে অন্তর্হিত হল। ব্রাহ্মণ অর্জুনকে প্রচণ্ডভাবে উপহাস করলে, অর্জুন যমরাজের আলয়ে গমন করলেন। কিন্তু অর্জুন ব্রাহ্মণের পুত্রটিকে সেখানে পেলেন না, এমনকি চতুর্দশ ভুবনজুড়ে খোঁজ করার পরেও শিশুটির তিনি কোন সন্ধান পেলেন না।

ব্রাহ্মণের সন্তানকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় অর্জুন এখন অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যায় ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু ঠিক যখন তিনি তা করতে যাবেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন, 'আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রদের দর্শন করাব, তাই এভাবে নিজেকে অবজ্ঞা কর না।" শ্রীকৃষ্ণ এরপর অর্জুনকে তাঁর দিব্য রথে গ্রহণ করে তাঁরা দুজনে সাত সাগর ও তাদের সপ্তদ্বীপ, লোকালোক পর্বত অতিক্রম করে ঘোর অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করলেন। যেহেতু অশ্বগুলি তাদের পথ ঠিক করতে পারছিল না, তাই অন্ধকার দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রথের সামনে তাঁর উজ্জ্বল সুদর্শন চক্রকে প্রেরণ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁরা কারণসমুদ্রের জলে প্রবেশ করে সেখানে মহা-বিষ্ণুর নগরী খুঁজে পেলেন। তাঁরা সহস্র ফণা বিশিষ্ট অনন্তনাগকে এবং তাঁর উপর শায়িত বিরাট পুরুষ মহাবিষ্ণুকে দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে বিরাট পুরুষ বললেন, "কেবলমাত্র আপনাদের উভয়কে দর্শন করার অভিলাষে আমি ব্রাহ্মণের পুত্রদের এখানে এনেছি। দয়া করে নর-নারায়ণ ঋষিরূপ আপনার ধর্মাচরণের উদাহরণ দ্বারা সাধারণ জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে থাকুন।"

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অতঃপর ব্রাহ্মণপুত্রদের গ্রহণ করে দ্বারকায় ফিরে গিয়ে তাদের পিতার কাছে শিশুদের ফিরিয়ে দিলেন। প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দর্শন করে অর্জুন বিস্মিত হয়েছিলেন। জীবের যে কোন শক্তি বা ঐশ্বর্যই শ্রীভগবানের কৃপা মাত্র, অর্জুন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

সরস্বত্যাস্তটে রাজন্ ঋষয়ঃ সত্রমাসত ।
বিতর্কঃ সমভূৎ তেষাং ত্রিষ্বধীশেষু কো মহান্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতী নদীর; **তটে**—তীরে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **সত্রম্**—একটি বৈদিক যজ্ঞ; **সমভূৎ**—উত্থিত হল; **তেষাম্**—তাঁদের মধ্যে; **ত্রিষু**—তিন জনের মধ্যে; **অধীশেষু**—প্রধান অধীশ্বর; **কঃ**—কে; **মহান্**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, একবার সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ সম্পাদনরত একদল ঋষির মধ্যে একটি বিতর্ক উপস্থিত হল যে, প্রধান তিন অধীশ্বরগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখিত তিন প্রধান অধীশ্বর ভগবান বিষ্ণু, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব শিব।

শ্লোক ২

তস্য জিজ্ঞাসয়া তে বৈ ভৃগুং ব্রহ্মসুতং নৃপ ।
তজ্জ্ঞপ্ত্যৈ প্রেষয়ামাসুঃ সোঽভ্যগাদ্ ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥ ২ ॥

তস্য—এই বিষয়ে; **জিজ্ঞাসয়া**—জানবার ইচ্ছায়; **তে**—তাঁরা; **বৈ**—বস্তুত; **ভৃগুম্**—ভৃগুমুনি; **ব্রহ্ম-সুতম্**—ব্রহ্মার পুত্র; **নৃপ**—হে রাজন; **তৎ**—তা; **জ্ঞপ্ত্যৈ**—অনুসন্ধানের জন্য; **প্রেষয়াম্ আসুঃ**—তারা প্রেরণ করলেন; **সঃ**—তিনি; **অভ্যগাৎ**—গমন করলেন; **ব্রহ্মণঃ**—ভগবান ব্রহ্মার; **সভাম্**—সভায়।

অনুবাদ

এই প্রশ্নের সমাধানের আগ্রহে, হে রাজন, ঋষিগণ ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে যথার্থ উত্তর অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করলে প্রথমে তিনি তাঁর পিতার সভায় গমন করলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন, "কোন্ অধীশ্বর বিগ্রহ পূর্ণ সত্ত্বগুণের অধিকারী, সেটি পরীক্ষা করার জন্য ঋষিগণ দ্বারা পরিকল্পিত হয়ে ভৃগু মুনি প্রেরিত হয়েছিলেন।" যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরা সহনশীল ও

মানসিক ধীরতা রূপ গুণের অধিকারী, কিন্তু যারা রজ ও তমোগুণ দ্বারা পরিচালিত, তারা সহজেই ক্রুদ্ধ হয়।

শ্লোক ৩

ন তস্মৈ প্রহ্বণং স্তোত্রং চক্রে সত্ত্বপরীক্ষয়া ।
তস্মৈ চুক্রোধ ভগবান্ প্রজ্বলন্ স্বেন তেজসা ॥ ৩ ॥

ন—না; **তস্মৈ**—তাঁকে (ব্রহ্মাকে); **প্রহ্বণম্**—প্রণাম; **স্তোত্রম্**—স্তব; **চক্রে**—করলেন; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণে তাঁর অবস্থান; **পরীক্ষয়া**—পরীক্ষার জন্য; **তস্মৈ**—তাঁর প্রতি; **চুক্রোধ**—ক্রুদ্ধ হলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রজ্বলন**—প্রজ্বলিত; **স্বেন**—তাঁর নিজ; **তেজসা**—তেজে।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা কতখানি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তা পরীক্ষার জন্য ভৃগু তাঁকে প্রণাম বা তাঁর উদ্দেশে স্তব নিবেদন করলেন না। ব্রহ্মা স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হয়ে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

শ্লোক ৪

স আত্মন্যুত্থিতং মন্যুমাত্মজায়াত্মনা প্রভুঃ ।
অশীশমদ্ যথা বহ্নিং স্বযোন্যা বারিণাত্মভূঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি; **আত্মনি**—স্বয়ং; **উত্থিতম্**—উত্থিত; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **আত্ম-জায়**—তাঁর পুত্রের প্রতি; **আত্মনা**—তাঁর নিজ বুদ্ধি দ্বারা; **প্রভুঃ**—প্রভু; **অশীশমৎ**—দমন করলেন; **যথা**—ঠিক যেমন; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **স্ব**—স্বয়ং; **যোন্যা**—যাঁর উৎপত্তির কারণ; **বারিণা**—জল দ্বারা; **আত্ম-ভূঃ**—স্বয়ং-জাত ব্রহ্মা।

অনুবাদ

যদিও তাঁর পুত্রের প্রতি ক্রোধ তাঁর হৃদয় হতেই উত্থিত হয়েছিল, ব্রহ্মা তাঁর বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা তা সংবরণ করতে সমর্থ হলেন, ঠিক যেভাবে অগ্নি তার নিজ উৎপাদন, জল দ্বারা নির্বাপিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীব্রহ্মা কখনও কখনও রজোগুণের সংস্পর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু যেহেতু তিনি *আদি-কবি*, প্রথম জাত ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান তত্ত্বজ্ঞ, যখন ক্রোধ তাঁর মনকে পীড়িত করতে শুরু করে তিনি আত্ম-পরীক্ষার পার্থক্য বিচারের উপায় দ্বারা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং স্মরণ করলেন যে, ভৃগু তাঁর

পুত্র। এইভাবে এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী একটি সাদৃশ্য অঙ্কন করছেন যে, ঠিক যেভাবে অগ্নি থেকে উদ্ভূত হওয়া জল দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত হয়, তেমনি ব্রহ্মার আপন প্রকাশ (তাঁর পুত্র) দ্বারা তাঁর ক্রোধ সংবরিত হল।

শ্লোক ৫

ততঃ কৈলাসমগমৎ স তং দেবো মহেশ্বরঃ ।
পরিরব্ধুং সমারেভ উত্থায় ভ্রাতরং মুদা ॥ ৫ ॥

ততঃ—অতঃপর; **কৈলাসম্**—কৈলাস পর্বতে; **অগমৎ**—গমন করলেন; **সঃ**—তিনি (ভৃগু); **তম্**—তাঁকে; **দেবঃ মহা-ঈশ্বরঃ**—ভগবান শিব; **পরিরব্ধুম্**—আলিঙ্গন করার জন্য; **সমারেভে**—প্রবৃত্ত হলেন; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **ভ্রাতরম্**—তাঁর ভাই; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে।

অনুবাদ

এরপর ভৃগু কৈলাস পর্বতে গমন করলেন। সেখানে ভগবান শিব আনন্দের সঙ্গে উত্থিত হয়ে তাঁর ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় পরিবারের সদস্যদের যথাযথরূপে অভিনন্দিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়, বিশেষত যদি কেউ দীর্ঘ দিনের জন্য তাদের কাছে অনুপস্থিত থাকে। যোগ্য পুত্র তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্মান করবে এবং তেমনই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করবে, সেটাই উচিত।

শ্লোক ৬-৭

নৈচ্ছৎ ত্বমস্যুৎপথগ ইতি দেবশ্চুকোপ হ ।
শূলমুদ্যম্য তং হন্তুমারেভে তিগ্মলোচনঃ ॥ ৬ ॥
পতিত্বা পাদয়োর্দেবী সান্ত্বয়ামাস তং গিরা ।
অথো জগাম বৈকুণ্ঠং যত্র দেবো জনার্দনঃ ॥ ৭ ॥

ন ঐচ্ছৎ—তিনি এই (আলিঙ্গনের) আকাঙ্ক্ষা করলেন না; **ত্বম্**—তুমি; **অসি**—হচ্ছ; **উৎপথ-গঃ**—উন্মার্গগামী; **ইতি**—এই বলে; **দেবঃ**—ভগবান (শিব); **চুকোপ হ**—ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন; **শূলম্**—তাঁর ত্রিশূল; **উদ্যম্য**—উদ্যত করে; **তম্**—তাঁকে (ভৃগু); **হন্তুম্**—হত্যা করার জন্য; **আরেভে**—প্রায়; **তিগ্ম**—তীক্ষ্ণ; **লোচনঃ**—নয়নে;

পতিত্বা—পতিত হয়ে; **পাদয়োঃ**—পাদদ্বয়ে (শিবের); **দেবী**—দেবী পার্বতী; **সান্ত্বয়াম্ আস**—শান্ত করলেন; **তম্**—তাঁকে; **গিরা**—বাক্য দ্বারা; **অথ উ**—তখন; **জগাম**—(ভৃগু) গমন করলেন; **বৈকুণ্ঠম্**—বৈকুণ্ঠে; **যত্র**—যেখানে; **দেবঃ জনার্দনঃ**—ভগবান জনার্দন (বিষ্ণু)।

অনুবাদ

কিন্তু "তুমি উন্মার্গগামী" তাঁকে এই বলে ভৃগু তাঁর আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করলেন। এর ফলে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং ভয়ঙ্করভাবে তাঁর নয়ন জ্বলতে লাগল। তিনি তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে ভৃগুকে যখন হত্যা করতে উদ্যত হলেন, তখন দেবী পার্বতী তাঁর পদদ্বয়ে পতিত হয়ে তাঁকে শান্ত করার জন্য কিছু কথা বললেন। ভৃগু তখন সেই স্থান ত্যাগ করে ভগবান জনার্দনের নিবাস বৈকুণ্ঠে গমন করলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন "বলা হয় যে, কায় মন ও বাক্য যে কোনভাবেই অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। ভৃগুমুনির প্রথম অপরাধ যা ব্রহ্মার উদ্দেশে সংঘটিত হয়েছিল, সেটি ছিল মন দ্বারা সংঘটিত অপরাধ। তাঁর দ্বিতীয় অপরাধ ছিল বাক্যের মাধ্যমে অপরাধ, যা শিবের অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসাদির সমালোচনা করে তাঁকে অপমানের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। যেহেতু শিবের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য রয়েছে, তাই তিনি যখন ভৃগুর অপমান শ্রবণ করলেন, তখন তৎক্ষণাৎ তাঁর নয়ন ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছিল। অসংযত ক্রোধে তিনি তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে ভৃগু মুনিকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। সেই সময় শিব পত্নী পার্বতী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তিনটি গুণের সংমিশ্রিত ব্যক্তিত্ব, তাই তাঁকে বলা হয় ত্রিগুণময়ী। এই ক্ষেত্রে তিনি শিবের সত্ত্বগুণকে জাগরিত করে অবস্থাটি সামাল দিলেন।"

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, এখানে উল্লেখিত বৈকুণ্ঠ গ্রহটি শ্বেতদ্বীপ।

শ্লোক ৮-৯

শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ ।
তত উত্থায় ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যা সতাং গতিঃ ॥ ৮ ॥
স্বতল্পাদবরুহ্যাথ ননাম শিরসা মুনিম্ ।
আহ তে স্বাগতং ব্রহ্মন্ নিষীদাত্রাসনে ক্ষণম্ ।
অজানতামাগতান্ বঃ ক্ষন্তুমর্হথ নঃ প্রভো ॥ ৯ ॥

শয়ানম্—শায়িত; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **উৎসঙ্গে**—কোলে; **পদা**—তাঁর পদ দ্বারা; **বক্ষসি**—তাঁর বক্ষে; **অতাড়য়ৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **ততঃ**—তখন; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **সহ লক্ষ্ম্যা**—লক্ষ্মীদেবী সহ; **সতাম্**—শুদ্ধ ভক্তগণের; **গতিঃ**—গতি; **স্ব**—তাঁর; **তল্পাৎ**—শয্যা হতে; **অবরুহ্য**—অবতরণ করে; **অথ**—তারপর; **ননাম**—তিনি প্রণাম করলেন; **শিরসা**—তাঁর মস্তক দ্বারা; **মুনিম্**—মুনিকে; **আহ**—তিনি বললেন; **তে**—আপনাকে; **সু-আগতম্**—স্বাগতম, **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **নিশীদ**—দয়া করে উপবেশন করুন; **অত্র**—এই; **আসনে**—আসনে; **ক্ষণম্**—ক্ষণকাল; **অজানতাম্**—অজ্ঞানতা; **আগতান্**—আগমন; **বঃ**—আপনার; **ক্ষন্তুম্**—মার্জনা করুন; **অর্হথ**—দয়া করে আপনি; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

ভগবান যেখানে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর কোলে মাথা রেখে শায়িত ছিলেন, ভৃগু মুনি সেখানে গিয়ে ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করলেন। ভগবান তখন লক্ষ্মীদেবী সহ শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্থিত হলেন। তাঁর শয্যা হতে অবতরণ করে সকল শুদ্ধভক্তের পরম গতি, ভূমিতে মস্তক অবনত করে মুনিকে প্রণামপূর্বক বললেন, "স্বাগতম, ব্রাহ্মণ। দয়া করে এই আসনে উপবেশন করুন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। হে প্রভু, আপনার আগমন লক্ষ্য না করার জন্য দয়া করে আমাদের মার্জনা করুন।"

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে এই লীলার সময়ে ভৃগু মুনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব হননি; অন্যথায় তিনি কখনও এভাবে ভগবানের প্রতি রূঢ় আচরণ করতে পারতেন না। ভগবান বিষ্ণু শুধু যে বিশ্রাম গ্রহণই করছিলেন এমন নয়, তিনি তাঁর পত্নীর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। এই অবস্থায় তাঁর হাত দিয়ে নয়, একেবারে তাঁর পা দিয়ে ভগবানকে আঘাত করা ভৃগু কল্পিত অন্য যে কোন অপরাধের চেয়েও অধিকতর খারাপ।

শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করছেন, "অবশ্যই ভগবান বিষ্ণু সর্ব কৃপাময়। তিনি ভৃগুমুনির আচরণে ক্রুদ্ধ হননি, কারণ ভৃগু মুনি ছিলেন একজন মহান ব্রাহ্মণ। কখনও কখনও ব্রাহ্মণ যদি অপরাধও করেন, তাঁকে ক্ষমা করা হয় এবং ভগবান বিষ্ণু সেই উদাহরণটি স্থাপন করেছেন। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, এই ঘটনার সময় থেকে ভাগ্যদেবী, লক্ষ্মী ব্রাহ্মণদের প্রতি খুব একটা সদয়ভাবে অনুকূল নন আর যেহেতু তাঁদের কাছ থেকে লক্ষ্মীদেবী তাঁর আশীর্বাদ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তাই ব্রাহ্মণগণ সাধারণত অত্যন্ত দরিদ্র হন।"

শ্লোক ১০-১১

পুনীহি সহলোকং মাং লোকপালাংশ্চ মদ্‌গতান্ ।
পাদোদকেন ভবতস্তীর্থানাং তীর্থকারিণা ॥ ১০ ॥
অদ্যাহং ভগবন্ লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্ ।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ ॥ ১১ ॥

পুনীহি—দয়া করে শুদ্ধ করুন; **সহ**—সহ; **লোকম্**—আমার গ্রহ; **মাম্**—আমাকে; **লোক**—বিভিন্ন গ্রহের; **পালান্**—শাসকগণ; **চ**—এবং; **মৎ-গতান্**—আমার শরণাগত; **পাদ**—পাদদ্বয় (যা ধৌত); **উদকেন**—জল দ্বারা; **ভবতঃ**—আপনার; **তীর্থানাম্**—পবিত্র তীর্থস্থানসমূহের; **তীর্থ**—তাদের পবিত্রতা; **কারিণা**—সৃষ্টি করে; **অদ্য**—আজ; **অহম্**—আমি; **ভগবান্**—হে ভগবান; **লক্ষ্ম্যাঃ**—লক্ষ্মীর; **আসম্**—হয়েছি; **এক-অন্ত**—একমাত্র; **ভাজনম্**—আশ্রয়; **বৎস্যতি**—বাস করবেন; **উরসি**—বক্ষে; **মে**—আমার; **ভূতিঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ভবৎ**—আপনার; **পাদ**—পদ দ্বারা; **হত**—বিনষ্ট; **অংহসঃ**—পাপ।

অনুবাদ

"দয়া করে আপনার পাদধৌত জল দ্বারা আমাকে, আমার শরণাগত জগৎ পালকদের এবং আমার রাজ্যকে পবিত্র করুন। এই পবিত্র জল নিঃসন্দেহে সমস্ত তীর্থস্থানকে পবিত্র করে। হে প্রভু, আজ আমি লক্ষ্মীদেবীর একান্ত আশ্রয় হলাম, কারণ আপনার পদ আমার বক্ষের পাপসমূহ বিনষ্ট করেছে, তাই তিনি আমার বক্ষে বাস করতে সম্মত হবেন।"

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ তার ভাষ্যে আরও বলছেন, "কলিযুগের তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ কখনও কখনও অত্যন্ত গর্ববোধ করে যে, তারা তাদের পা দিয়ে শ্রীবিষ্ণুর বক্ষ স্পর্শ করতে পারেন। যদিও এটি একটি মহা অপরাধ কিন্তু ভৃগুমুনি যখন তাঁর পা দিয়ে শ্রীবিষ্ণুর বক্ষ স্পর্শ করেছিলেন, তখন সেটি ছিল এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা আর তাই ভগবান বিষ্ণু পরম কৃপাময় হয়ে এই ঘটনাটিকে তেমন গুরুতরভাবে গ্রহণ করেননি।"

শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও কোনও সংস্করণে শ্লোক ১১ ও ১২-র মাঝে নিম্নোক্ত শ্লোকটি রয়েছে এবং শ্রীল প্রভুপাদ *লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণ* গ্রন্থের দশম স্কন্ধের সারমর্মেও ঐ শ্লোকটিকে গ্রহণ করেছেন—

অতীবকোমলৌ তাত চরণৌ তে মহামুনে ।
ইত্যুক্ত্বা বিপ্রচরণৌ মর্দয়ন স্বেন পাণিনা ॥

"[ভগবান ব্রাহ্মণ ভৃগুকে বললেন—] 'হে প্রভু, হে মহামুনি, আপনার চরণদ্বয় প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত কোমল', এই বলে ভগবান বিষ্ণু তাঁর নিজ হাতে ব্রাহ্মণের পাদদ্বয় মর্দন করতে শুরু করলেন।"

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণে বৈকুণ্ঠে ভৃগুস্তন্মন্দ্রয়া গিরা ।
নির্বৃতস্তর্পিতস্তূষ্ণীং ভক্ত্যুৎ কণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রুবাণে**—কথিত হয়ে; **বৈকুণ্ঠে**—ভগবান বিষ্ণু; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **তৎ**—তাঁর; **মন্দ্রয়া**—গম্ভীর; **গিরা**—বচন দ্বারা; **নির্বৃতঃ**—আনন্দিত; **তর্পিতঃ**—সন্তুষ্ট; **তূষ্ণীম্**—মৌন ছিলেন; **ভক্তি**—ভক্তির সঙ্গে; **উৎকণ্ঠঃ**—বিহ্বল; **অশ্রু**—অশ্রু; **লোচনঃ**—যার নয়নে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বৈকুণ্ঠনাথ দ্বারা কথিত গম্ভীর বাক্যসমূহ শ্রবণ করে ভৃগু আনন্দ ও সন্তোষ অনুভব করলেন। ভক্তিভাবে বিহ্বল হয়ে তিনি মৌন রইলেন, তাঁর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল।

তাৎপর্য

শ্রীভগবানকে ভৃগু কোনও স্তুতি বাক্য নিবেদন করতে পারেননি, কারণ তাঁর কণ্ঠ আনন্দাশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে ছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, তাঁর অপরাধমূলক আচরণের জন্য মুনিকে দোষারোপ করা উচিত নয়, কারণ এই দিব্যলীলায় তাঁর ভূমিকাটি শ্রীভগবানেরই দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

পুনশ্চ সত্রমাব্রজ্য মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
স্বানুভূতমশেষেণ রাজন্ ভৃগুরবর্ণয়ৎ ॥ ১৩ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **চ**—এবং; **সত্রম্**—যজ্ঞে; **আব্রজ্য**—গমন করে; **মুনীনাম্**—মুনিগণের; **ব্রহ্ম-বাদিনাম্**—বেদের জ্ঞান সমূহে দক্ষ; **স্ব**—নিজের দ্বারা; **অনুভূতম্**—অনুভূত; **অশেষেণ**—সমস্ত; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **অবর্ণয়ৎ**—বর্ণনা করলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, ভৃগু এরপর জ্ঞানী বৈদিক তত্ত্ববেত্তাগণের যজ্ঞ স্থলে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১৪-১৭

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥ ১৪ ॥
ধর্মঃ সাক্ষাদ্‌যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যং চ তদন্বিতম্ ।
ঐশ্বর্য্যং চাষ্টধা যস্মাদ্‌যশশ্চাত্মমলাপহম্ ॥ ১৫ ॥
মুনীনাং ন্যস্তদণ্ডানাং শান্তানাং শমচেতসাম্ ।
অকিঞ্চনানাং সাধূনাং যমাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্তির্ব্রাহ্মণাস্ত্বিষ্টদেবতাঃ ।
ভজন্ত্যনাশিষঃ শান্তা যং বা নিপুণবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তৎ—তা; নিশম্য—শ্রবণ করে; অথ—তখন; মুনয়ঃ—মুনিগণ; বিস্মিতাঃ—বিস্মিত হয়েছিলেন; মুক্ত—মুক্ত হলেন; সংশয়াঃ—তাদের সন্দেহ থেকে; ভূয়াংসম্—শ্রেষ্ঠ রূপে; শ্রদ্দধুঃ—তারা তাদের বিশ্বাস স্থাপন করলেন; বিষ্ণুম্—ভগবান বিষ্ণুতে; যতঃ—যার থেকে; শান্তিঃ—শান্তি; যতঃ—যাঁর থেকে; অভয়ম্—অভয়; ধর্মঃ—ধর্ম; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; যতঃ—যার থেকে; জ্ঞানম্—জ্ঞান; বৈরাগ্যম্—বৈরাগ্য; চ—এবং; তৎ—তা (জ্ঞান); অন্বিতম্—যুক্ত; ঐশ্বর্যম্—অতীন্দ্রিয় শক্তি (যোগাভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত); চ—এবং; অষ্টধা—আট রকম; যস্মাৎ—যাঁর থেকে; যশঃ—তাঁর যশ; চ—ও; আত্ম—মনের; মল—কলুষ; অপহম্—যা বিনাশ করে; মুনীনাম্—মুনিগণের; ন্যস্ত—যারা ত্যাগ করেছেন; দণ্ডানাম্—রাগ-দ্বেষ; শান্তানাম্—শান্ত; সম—সম; চেতসাম্—যাদের বুদ্ধি; অকিঞ্চনানাম্—নিঃস্বার্থ; সাধুনাম্—সাধুগণের; যম্—যাকে; আহুঃ—তারা বলেন; পরমাম্—পরম; গতিম্—গতি; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; যস্য—যার; প্রিয়া—প্রিয়তা; মূর্তিঃ—দেহ; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণগণ; তু—এবং; ইষ্ট—পূজা করেন; দেবতাঃ—দেবতা; ভজন্তি—তাঁরা পূজা করলেন; অনাশিষঃ—অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত; শান্তাঃ—যারা পারমার্থিক শান্তি প্রাপ্ত হয়েছেন; যম্—যাকে; বা—বস্তুত; নিপুণ—নিপুণ; বুদ্ধয়ঃ—বুদ্ধিসম্পন্ন।

অনুবাদ

ভৃগুর বর্ণনা শ্রবণ করে বিস্মিত মুনিগণ সকল সংশয় হতে মুক্ত হয়ে নিশ্চিত হলেন যে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ অধীশ্বর। তাঁর থেকেই শান্তি, অভয়, ধর্ম, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও অষ্টবিধ যোগ-ঐশ্বর্যের উদ্ভব হয়েছে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন মনের সকল

অপবিত্রতা মার্জন করে। শান্ত ও সমভাবাপন্ন নিঃস্বার্থ, রাগদ্বেষশূন্য, জ্ঞানী সাধুগণের পরমগতিরূপে তিনি পরিচিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ। পারমার্থিক শান্তি প্রাপ্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিঃস্বার্থভাবে তাঁর অর্চনা করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্ত হওয়ার মাধ্যমে ভিন্ন প্রচেষ্টা ব্যতীত সহজেই মানুষ দিব্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২/৪২) বর্ণনা করা হয়েছে—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তির
অন্যত্র চৈষ ত্রিক এক-কালঃ ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ্-অপায়োঽনু-ঘাসম্ ॥

"যিনি পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর ভক্তি, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর প্রাপ্তি ও বৈরাগ্য—এই তিনটি একই সঙ্গে ঘটে থাকে, ঠিক যেভাবে সুখ, পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি একই সঙ্গে ও বর্ধিতভাবে, ভোজনরত ব্যক্তির প্রতিটি গ্রাসের সঙ্গে ঘটে থাকে।" একইভাবে প্রথম স্কন্ধে (১/২/৭) শ্রীল সূত গোস্বামী উল্লেখ করছেন—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদ্ অহৈতুকম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি নিবেদনের দ্বারা মানুষ তৎক্ষণাৎ অহৈতুকী জ্ঞান ও জাগতিক নির্লিপ্ততা অর্জন করেন।"

তাঁর মাতা, দেবহূতির প্রতি তাঁর উপদেশাবলীতে ভগবান শ্রীকপিল উপস্থাপন করছেন যে, অষ্টবিধ যোগ-ঐশ্বর্যও ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল লাভ—

অথো বিভূতিং মম মায়াবিনস্তাম্
ঐশ্বর্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্ ।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে হি লোকে ॥

"এইভাবে সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, ভক্তেরা স্বর্গলোকের এমন কি সত্যলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যও কামনা করেন না। তাঁরা যোগের অষ্ট-সিদ্ধিও কামনা করেন না, এমনকি তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে পর্যন্ত উন্নীত হতে চান না। কিন্তু সেইগুলি না চাইলেও, এই জীবনেই তাঁরা সমস্ত ভাগবতী সম্পদ ভোগ করেন।" (*ভাগবত* ৩/২৫/৩৭)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, শ্লোক ১৬-তে তিন ধরনের অধ্যাত্মবাদীগণ হলেন—মুনি, শান্ত ও সাধু। মোক্ষের চেষ্টারত ব্যক্তি, মোক্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং যাঁরা ভগবান বিষ্ণুর প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তিতে রত, এইভাবে যথাক্রমে বর্ধিত গুরুত্ব অনুসারে তাঁদের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে।

শ্লোক ১৮

ত্রিবিধাকৃতয়স্তস্য রাক্ষসা অসুরাঃ সুরাঃ ।
গুণিন্যা মায়য়া সৃষ্টাঃ সত্ত্বং তৎ তীর্থসাধনম্ ॥ ১৮ ॥

ত্রিবিধা—তিন ধরনের; **আকৃতয়ঃ**—রূপ; **তস্য**—তাঁর; **রাক্ষসাঃ**—রাক্ষস; **অসুরাঃ**—অসুর; **সুরাঃ**—এবং দেবতা; **গুণিন্যাঃ**—জাগতিক গুণাবলী দ্বারা যোগ্য; **মায়য়া**—তাঁর জড় শক্তি দ্বারা; **সৃষ্টাঃ**—সৃষ্ট; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **তৎ**—তাঁদের মধ্যে; **তীর্থ**—জীবনের সফলতার; **সাধনম্**—প্রাপ্তির উপায়।

অনুবাদ

রাক্ষস, অসুর ও সুর, এই ত্রিবিধ মূর্তিতে ভগবান প্রকাশিত হন—যারা সকলেই ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়া শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই জীবনের চরম সফলতা প্রাপ্তির উপায়।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন—"জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ বর্তমান; যারা তমোগুণ সম্পন্ন তাদের রাক্ষস বলা হয়, যারা রজোগুণ সম্পন্ন তাদের অসুর (দানব) বলা হয় এবং যারা সত্ত্বগুণসম্পন্ন তাদের সুর বা দেবতা বলা হয়। ভগবানের নির্দেশাধীনে এই সকল তিনটি শ্রেণীর মানুষেরা জড়া প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট হন, কিন্তু যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তাদের চিন্ময় জগতে উন্নীত হবার, ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার পরম সুযোগ রয়েছে।"

শ্লোক ১৯

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে ।
পুরুষস্য পদাম্ভোজ-সেবয়া তদ্‌গতিং গতাঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **সারস্বতাঃ**—সরস্বতী নদীর তীরবাসী; **বিপ্রাঃ**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষের; **সংশয়**—

সন্দেহ; **নুত্তয়ে**—দূরীভূত করেন; **পুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **পদ-অম্ভোজ**—পাদ-পদ্মের; **সেবয়া**—সেবা দ্বারা; **তৎ**—তাঁর; **গতিম্**—গতি; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সরস্বতী নদীর তীরবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ সকল মানুষের সংশয় দূরীভূত করার জন্য এই সিদ্ধান্তে এলেন। তারপর তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ সেবা নিবেদন করে তাঁর আলয় প্রাপ্ত হলেন।

শ্লোক ২০

শ্রীসূত উবাচ—

ইত্যেতন্মুনিতনয়াস্যপদ্মগন্ধ-
পীযূষং ভবভয়ভিৎ পরস্য পুংসঃ ।
সুশ্লোকং শ্রবণপুটৈঃ পিবত্যভীক্ষ্ণং
পান্থোঽধ্বভ্রমণপরিশ্রমং জহাতি ॥ ২০ ॥

শ্রীসূতঃ উবাচ—শ্রীসূত বললেন; **ইতি**—এইভাবে কথিত; **এতৎ**—এই; **মুনি**—মুনির (ব্যাসদেব); **তনয়**—পুত্রের (শুকদেব); **অস্য**—মুখ থেকে; **পদ্ম**—পদ্ম (তুল্য); **গন্ধ**—গন্ধ যুক্ত; **পীযূষম্**—অমৃত; **ভব**—জাগতিক জীবনের; **ভয়**—ভয়; **ভিৎ**—নাশকারী; **পরস্য**—পরম; **পুংসঃ**—পুরুষের; **সু-শ্লোকম্**—মহিমাময়; **শ্রবণ**—কর্ণের; **পুটৈঃ**—গহ্বর দ্বারা; **পিবতি**—পান করেন; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **পান্থঃ**—এক পথিক; **অধ্ব**—পথে; **ভ্রমণ**—তাঁর ভ্রমণ থেকে; **পরিশ্রমম্**—ক্লান্তি; **জহাতি**—পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে ঋষি ব্যাসদেব পুত্র শুকদেব গোস্বামীর মুখপদ্ম থেকে এই সুগন্ধি অমৃত নির্গত হয়েছিল। পরম পুরুষের এই অপূর্ব মহিমা কীর্তন সংসারের সমস্ত ভয় বিনাশ করে। যে পথিক তাঁর কর্ণ গহ্বরের মাধ্যমে এই অমৃত নিরন্তর পান করেন, তিনি জাগতিক জীবন পথের ভ্রমণজনিত ক্লান্তি বিস্মৃত হন।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর এই বর্ণনাটি দুভাবে মূল্যবান—যারা পারমার্থিক দুর্বলতায় আর্ত এটি তাদের কাছে মোহ রোগ সারিয়ে তোলার এক মহৌষধ। আর শরণাগত বৈষ্ণবগণের কাছে শ্রীল শুকদেবের উপলব্ধির সৌরভ দ্বারা সুরভিত এটি এক সুস্বাদু ও বলকারক পানীয়।

শ্লোক ২১

শ্রীশুক উবাচ

একদা দ্বারবত্যাং তু বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ ।
জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত ॥ ২১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—কোন এক সময়; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকায়; **তু**—এবং; **বিপ্র**—এক ব্রাহ্মণের; **পত্ন্যাঃ**—পত্নীর; **কুমারকঃ**—শিশুপুত্র; **জাত**—জাত; **মাত্রঃ**—মাত্র; **ভুবম্**—ভূমি; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করা; **মমার**—মৃত্যু হল; **কিল**—বস্তুত; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর (পরীক্ষিৎ মহারাজ)।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—কোনও এক সময়ে, দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণের পত্নী একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু হে ভারত, নবজাত শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মৃত্যু হল।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণু পরমেশ্বর রূপে স্তুত হয়েছেন। এখন শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব, দিব্য বৈশিষ্ট্যের আলোকপাত সমন্বিত তাঁর আরেকটি লীলা বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণকে সেই একই পরমেশ্বর রূপে চিহ্নিত করছেন।

শ্লোক ২২

বিপ্রো গৃহীত্বা মৃতকং রাজদ্বার্যুপধায় সঃ ।
ইদং প্রোবাচ বিলপন্নাতুরো দীনমানসঃ ॥ ২২ ॥

বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণ; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ পূর্বক; **মৃতকম্**—মৃত দেহটি; **রাজ**—রাজার (উগ্রসেন); **দ্বারি**—দ্বারে; **উপধায়**—স্থাপন করে; **সঃ**—তিনি; **ইদম্**—এই; **প্রোবাচ**—বললেন; **বিলপন্**—বিলাপ করতে করতে; **আতুরঃ**—পীড়িত; **দীন**—শোকাহত; **মানসঃ**—চিত্তে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ সেই মৃতদেহটি নিয়ে এসে রাজা উগ্রসেনের রাজ সভার দ্বারে স্থাপন করলেন। তারপর পীড়িত ও দুঃখিতভাবে বিলাপ করতে করতে তিনি বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৩

ব্রহ্মদ্বিষঃ শঠধিয়ো লুব্ধস্য বিষয়াত্মনঃ ।
ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে গতোঽর্ভকঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে; **দ্বিষঃ**—দ্বেষপরায়ণ; **শঠ**—শঠ; **ধিয়ঃ**—যার মানসিকতা; **লুব্ধস্য**—লোভী; **বিষয়াত্মনঃ**—বিষয়াসক্ত; **ক্ষত্র-বন্ধোঃ**—এক অযোগ্য ক্ষত্রিয়ের; **কর্ম**—কর্তব্য সম্পাদনের; **দোষাৎ**—দোষবশত; **পঞ্চত্বম্**—মৃত্যু; **মে**—আমার; **গতঃ**—মিলিত হয়েছে; **অর্ভকঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

[ব্রাহ্মণ বললেন—] এই সকল শঠতাপূর্ণ, লোভী, ব্রাহ্মণদের শত্রু, বিষয়াসক্ত অযোগ্য শাসকের কর্তব্য সম্পাদনের কিছু দোষের জন্য আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে।

তাৎপর্য

তাঁর পুত্রের মৃত্যুর জন্য তিনি স্বয়ং কিছুই করেননি এই ধারণায় রাজা উগ্রসেনকে ব্রাহ্মণ দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। বৈদিক সামাজিক প্রথায় রাজ্যের ভাল-মন্দ সমস্ত কিছু ঘটনার জন্য রাজাই দায়ী বলে বিবেচনা করা হয়। এমন কি গণতন্ত্রেও কোনও প্রশাসক, যিনি কোনও দল বা পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁকে কোন ব্যর্থতার জন্য তাঁর অধঃস্তন বা ঊর্ধ্বতনের প্রতি দোষারোপের চেয়ে, যা আজকাল খুবই প্রচলিত, ব্যক্তিগতভাবে দায় গ্রহণ করতে হয়।

শ্লোক ২৪

হিংসাবিহারং নৃপতিং দুঃশীলমজিতেন্দ্রিয়ম্ ।
প্রজা ভজন্ত্যঃ সীদন্তি দরিদ্রা নিত্যদুঃখিতাঃ ॥ ২৪ ॥

হিংসা—হিংসা; **বিহারম্**—যার ক্রীড়ন; **নৃ-পতিম্**—এই রাজা; **দুঃশীলম্**—দুঃস্বভাব; **অজিত**—অজিত; **ইন্দ্রিয়ম্**—যার ইন্দ্রিয়সমূহ; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **ভজন্ত্যঃ**—আশ্রিত; **সীদন্তি**—দুর্দশা ভোগ করে; **দরিদ্রাঃ**—দরিদ্র; **নিত্য**—সর্বদা; **দুঃখিতা**—দুঃখিত।

অনুবাদ

হিংসায় আনন্দ লাভ করে এবং নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে পারে না, এমন খল রাজার আশ্রিত প্রজাগণের নিরন্তর দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করাই নিয়তি।

শ্লোক ২৫

এবং দ্বিতীয়ং বিপ্রর্ষিস্তৃতীয়ন্ত্বেবমেব চ ।
বিসৃজ্য স নৃপদ্বারি তাং গাথাং সমগায়ত ॥ ২৫ ॥

এবম্—একইভাবে; **দ্বিতীয়ম্**—দ্বিতীয়বার; **বিপ্র-ঋষিঃ**—জ্ঞানী ব্রাহ্মণ; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয় বার; **তু**—এবং; **এবম্ এব চ**—ঠিক একইভাবে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে

(তাঁর মৃত পুত্র); **সঃ**—তিনি; **নৃপ-দ্বারি**—রাজদ্বারে; **তাম্**—সেই একই; **গাথাম্**—গাথা; **সমগায়ত**—তিনি গান করলেন।

অনুবাদ

জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই দুঃখদায়ক ঘটনা ভোগ করলেন। প্রত্যেকবার তিনি তাঁর মৃত পুত্রকে রাজদ্বারে পরিত্যাগ করে সেই একই বিলাপ সঙ্গীত গাইতেন।

শ্লোক ২৬-২৭

তামর্জুন উপশ্রুত্য কর্হিচিৎ কেশবান্তিকে ।
পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত ॥ ২৬ ॥
কিং স্বিদ্ ব্রহ্মংস্ত্বন্নিবাসে ইহ নাস্তি ধনুর্ধরঃ ।
রাজন্যবন্ধুরেতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সত্র আসতে ॥ ২৭ ॥

তাম্—সেই (বিলাপ); **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **কর্হিচিৎ**—একবার; **কেশব**—শ্রীকৃষ্ণের; **অন্তিকে**—কাছে; **পরেতে**—মৃত্যু হলে; **নবমে**—নবম; **বালে**—পুত্র; **ব্রাহ্মণম্**—ব্রাহ্মণকে; **সমভাষত**—তিনি বললেন; **কিম্ স্বিৎ**—কি; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ত্বৎ**—আপনার; **নিবাসে**—গৃহে; **ইহ**—এখানে; **ন অস্তি**—নেই; **ধনুর্ধরঃ**—ধনুর্ধর; **রাজন্য-বন্ধুঃ**—অধম ক্ষত্রিয়; **এতে**—এই সকল (ক্ষত্রিয়গণ); **বঃ**—প্রকৃতপক্ষে; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণের মতো; **সত্রে**—যজ্ঞস্থলে; **আসতে**—উপস্থিত হয়।

অনুবাদ

যখন নবম শিশুটির মৃত্যু হল, তখন ভগবান কেশবের কাছে উপস্থিত অর্জুন ব্রাহ্মণের বিলাপ শুনতে পেলেন। তাই অর্জুন ব্রাহ্মণকে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, কি হয়েছে? কোনও অধম ক্ষত্রিয়ও কি কেউ নেই যে অন্তত আপনার গৃহের সামনে ধনুক হাতে দাঁড়াতে পারে? এই সকল ক্ষত্রিয়গণ এমন আচরণ করছেন যেন তাঁরা নিতান্তই যজ্ঞে নিযুক্ত অলস ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ২৮

ধনদারাত্মজাপৃক্তা যত্র শোচন্তি ব্রাহ্মণাঃ ।
তে বৈ রাজন্যবেষেণ নটা জীবন্ত্যসুম্ভরাঃ ॥ ২৮ ॥

ধন—ধন হতে; **দার**—পত্নী; **আত্মজ**—এবং পুত্র; **অপৃক্তাঃ**—বিচ্ছিন্ন; **যত্র**—যে (অবস্থা); **শোচন্তি**—শোক করেন; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **তে**—তারা; **বৈ**—

প্রকৃতপক্ষে; **রাজন্য-বেষেণ**—রাজারূপে ছদ্মবেশী; **নটা**—অভিনেতা; **জীবন্তি**—তারা জীবনধারণ করে; **অসুম্-ভরাঃ**—জীবিকা-নির্বাহ করে।

অনুবাদ

যে সকল রাজ্য শাসকের কাছে ব্রাহ্মণগণ ধন পত্নী পুত্র হারিয়ে বিলাপ করে, তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য রাজার ভূমিকায় অভিনয় করা ভণ্ড মাত্র।

শ্লোক ২৯

অহং প্রজা বাং ভগবন্ রক্ষিষ্যে দীনয়োরিহ ।
অনিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যে হতকল্মষঃ ॥ ২৯ ॥

অহম্—আমি; **প্রজাঃ**—সন্তান; **বাম্**—আপনাদের উভয়ের (আপনি এবং আপনার স্ত্রীর); **ভগবন্**—হে প্রভু; **রক্ষিষ্যে**—রক্ষা করব; **দীনয়োঃ**—যিনি দীন; **ইহ**—এই বিষয়ে; **অনিস্তীর্ণ**—পালনে ব্যর্থ হলে; **প্রতিজ্ঞাঃ**—আমার প্রতিজ্ঞা; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **প্রবেক্ষে**—আমি প্রবেশ করব; **হত**—বিনষ্ট; **কল্মষঃ**—কলুষ।

অনুবাদ

"হে প্রভু, এরূপ দুঃখ ভোগরত আপনার সন্তান ও পত্নীকে আমি রক্ষা করব। আর, যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হই, তবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি অগ্নিতে প্রবেশ করব।"

তাৎপর্য

বীর অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনের অসমর্থতার লজ্জা সহ্য করতে পারেন নি। *ভগবদ্গীতায়* (২/৩৪) যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—*সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির মরণাদ্ অতিরিচ্যতে* অর্থাৎ "কোনও মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছে এই অমর্যাদা মৃত্যু অপেক্ষাও ক্ষতিকর।"

শ্লোক ৩০-৩১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ ।
অনিরুদ্ধোঽপ্রতিরথো ন ত্রাতুং শক্নুবন্তি যৎ ॥ ৩০ ॥
তৎ কথং নু ভবান্ কর্ম দুষ্করং জগদীশ্বরৈঃ ।
ত্বং চিকীর্ষসি বালিশ্যাৎ তন্ন শ্রদ্দধ্মহে বয়ম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **সঙ্কর্ষণঃ**—ভগবান সঙ্কর্ষণ (বলরাম); **বাসুদেবঃ**—ভগবান বাসুদেব (কৃষ্ণ); **প্রদ্যুম্নঃ**—প্রদ্যুম্ন; **ধন্বিনাম্**—ধনুর্ধরগণের; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ;

অনিরুদ্ধঃ—অনিরুদ্ধ; **অপ্রতি-রথঃ**—অপ্রতিদ্বন্দ্বী রথ যোদ্ধা; **ন**—না; **ত্রাতুম্**—রক্ষা করার জন্য; **শক্নুবন্তি**—সমর্থ ছিলেন; **যৎ**—যেখানে; **তৎ**—সেখানে; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—বস্তুত; **ভবান্**—আপনি; **কর্ম**—কর্ম; **দুষ্করম্**—দুষ্কর; **জগৎ**—জগতের; **ঈশ্বরৈঃ**—ঈশ্বর দ্বারা; **ত্বম্**—আপনি; **চিকীর্ষসি**—করতে চাইছেন; **বালিস্যাৎ**—মূর্খতাবশত; **তৎ**—সুতরাং; **ন শ্রদ্দধ্মহে**—বিশ্বাস করি না; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরগণ কেউই অথবা অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা অনিরুদ্ধ আমার পুত্রগণকে রক্ষা করতে পারেনি। তা হলে কেন তুমি মূর্খের মতো এই বীরত্বপূর্ণ কার্যের চেষ্টা করছ যা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর করতে পারেন নি? তাই আমরা তোমার ওপরে ভরসা করতে পারছি না।

শ্লোক ৩২

শ্রীঅর্জুন উবাচ

নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মন্ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ ।
অহং বা অর্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীঅর্জুনঃ উবাচ—শ্রীঅর্জুন বললেন; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **সঙ্কর্ষণঃ**—শ্রীবলরাম; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ন**—না; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **কার্ষ্ণিঃ**—শ্রীকৃষ্ণের বংশধর; **এব চ**—এমন কি; **অহম্**—আমি; **বৈ**—বস্তুত; **অর্জুনঃ নাম**—অর্জুন নামে জানে; **গাণ্ডীবম্**—গাণ্ডীব; **যস্য**—যার; **বৈ**—বস্তুত; **ধনুঃ**—ধনুক।

অনুবাদ

শ্রীঅর্জুন বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমি শ্রীবলরাম নই কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ নই, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রও নই। বরং আমি গাণ্ডীব ধনুকের পরিচালক অর্জুন।

শ্লোক ৩৩

মাবমংস্থা মম ব্রহ্মন্ বীর্যং ত্র্যম্বকতোষণম্ ।
মৃত্যুং বিজিত্য প্রধনে আনেষ্যে তে প্রজাঃ প্রভো ॥ ৩৩ ॥

মা অবমংস্থাঃ—অবজ্ঞা করবেন না; **মম**—আমার; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **বীর্যম্**—বিক্রম; **ত্রি-অম্বক**—ভগবান শিব; **তোষণম্**—সন্তুষ্ট করে; **মৃত্যুম্**—মূর্তিমান মৃত্যুকে; **বিজিত্য**—পরাজিত করে; **প্রধনে**—যুদ্ধে; **আনেষ্যে**—আমি ফিরিয়ে আনব; **তে**—আপনার; **প্রজাঃ**—সন্তান; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট, আমার সামর্থ্যের অবজ্ঞা করবেন না। হে প্রভু, যদি যুদ্ধে স্বয়ং মৃত্যুকেও আমার পরাজিত করতে হয়, তবু আমি আপনার পুত্রদের ফিরিয়ে আনব।

শ্লোক ৩৪

এবং বিশ্রম্ভিতো বিপ্রঃ ফাল্গুনেন পরন্তপ ।
জগাম স্বগৃহং প্রীতঃ পার্থবীর্যং নিশাময়ন্ ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিশ্রম্ভিতঃ**—বিশ্বাস প্রাপ্ত; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **ফাল্গুনেন**—অর্জুন দ্বারা; **পরম্**—শত্রুদের; **তপ**—হে সন্তাপকারী (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **জগাম**—তিনি গমন করলেন; **স্ব**—তাঁর নিজ; **গৃহম্**—গৃহে; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **পার্থ**—পৃথার পুত্রের; **বীর্যম্**—বিক্রম; **নিশাময়ন্**—শ্রবণ করে।

অনুবাদ

হে শত্রুসন্তাপকর, এইভাবে অর্জুনের কাছে ভরসা পেয়ে, নিজ বিক্রম বিষয়ে অর্জুনের ঘোষণা শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে, ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করলেন।

শ্লোক ৩৫

প্রসূতিকাল আসন্নে ভার্যায়া দ্বিজসত্তমঃ ।
পাহি পাহি প্রজাং মৃত্যোরিত্যাহার্জুনমাতুরঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রসূতি—সন্তান জন্মের; **কালে**—সময়ে; **আসন্নে**—সমাগত হলে; **ভার্যায়াঃ**—তাঁর পত্নীর; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **সৎ-তমঃ**—অত্যন্ত সৎ; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **প্রজাম্**—আমার সন্তান; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু থেকে; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—তিনি বললেন; **অর্জুনম্**—অর্জুনকে; **আতুরঃ**—কাতর।

অনুবাদ

যখন অত্যন্ত সৎ সেই ব্রাহ্মণের পত্নীর পুনরায় সন্তান প্রসবের সময় হল, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে অর্জুনের কাছে গমন করে প্রার্থনা করলেন, 'দয়া করে আমার সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর।"

শ্লোক ৩৬

স উপস্পৃশ্য শুচ্যম্ভো নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ।
দিব্যান্যস্ত্রাণি সংস্মৃত্য সজ্যং গাণ্ডীবমাদদে ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি (অর্জুন); **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করে; **শুচি**—বিশুদ্ধ; **অম্ভঃ**—জল; **নমঃ কৃত্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **মহা-ঈশ্বরম্**—ভগবান শিবকে; **দিব্যানি**—দিব্য; **অস্ত্রাণি**—তাঁর অস্ত্রসমূহ; **সংস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **সজ্যম্**—জ্যা; **গাণ্ডীবম্**—তাঁর গাণ্ডীব ধনুকে; **আদদে**—তিনি সংযোগ করলেন।

অনুবাদ

তখন অর্জুন আচমন করে ভগবান মহেশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর দিব্য অস্ত্রের মন্ত্রাবলী স্মরণ করে তাঁর গাণ্ডীব ধনুকে জ্যা সংযোগ করলেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণ উল্লেখ করছেন যে, ব্রাহ্মণ যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন, তাই অর্জুন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন না করে শিবকে তার প্রণাম নিবেদন করলেন, যিনি তাঁকে পাশুপাত অস্ত্রের মন্ত্র কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে, তা শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

ন্যরুণৎ সূতিকাগারং শরৈর্ণানাস্ত্রযোজিতৈঃ ।
তির্যগূর্ধ্বমধঃ পার্থশ্চকার শরপঞ্জরম্ ॥ ৩৭ ॥

ন্যরুণৎ—তিনি আবদ্ধ করলেন; **সূতিকা-আগারম্**—যে গৃহে জন্ম হয়; **শরৈঃ**—বাণ দ্বারা; **নানা**—বিভিন্ন; **অস্ত্র**—উৎক্ষেপণীয় অস্ত্রসমূহ; **যোজিতৈঃ**—সংযোজিত করে; **তির্যক**—বক্রভাবে; **ঊর্ধ্বম্**—ঊর্ধ্বমুখী; **অধঃ**—নিম্নমুখী; **পার্থঃ**—অর্জুন; **চকার**—প্রস্তুত করলেন; **শর**—তীরসমূহের; **পঞ্জরম্**—একটি খাঁচা।

অনুবাদ

অর্জুন বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্রযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করে সূতিকা-গৃহকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেললেন। পৃথাপুত্র গৃহের নিম্নমুখ, ঊর্ধ্বমুখ ও পার্শ্বদিকসমূহ আচ্ছাদিত করে তীরের একটি সুরক্ষিত খাঁচা নির্মাণ করলেন।

শ্লোক ৩৮

ততঃ কুমারঃ সঞ্জাতো বিপ্রপত্ন্যা রুদন্মুহুঃ ।
সদ্যোঽদর্শনমাপেদে সশরীরো বিহায়সা ॥ ৩৮ ॥

ততঃ—তারপর; **কুমারঃ**—শিশু; **সঞ্জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণের; **পত্ন্যাঃ**—পত্নীর; **রুদন্**—ক্রন্দন করে; **মুহুঃ**—কিছু সময়ের জন্য; **সদ্যঃ**—সহসা; **অদর্শনম্ আপেদে**—সে অন্তর্হিত হল; **স**—সহ; **শরীর**—তার দেহ; **বিহায়সা**—আকাশ পথে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ পত্নী তারপর জন্ম দান করলেন কিন্তু নবজাত শিশুটি কিছুক্ষণ ক্রন্দন করার পর সহসা সে সশরীরে আকাশে অন্তর্হিত হল।

শ্লোক ৩৯

তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিন্দন্ কৃষ্ণসন্নিধৌ ।
মৌঢ্যং পশ্যত মে যোঽহং শ্রদ্দধে ক্লীবকত্থনম্ ॥ ৩৯ ॥

তদা—তখন; আহ—বললেন; বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণ; বিজয়ম্—অর্জুনকে; বিনিন্দন্—সমালোচনা করে; কৃষ্ণ-সন্নিধৌ—শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে; মৌঢ্যম্—মূর্খতা; পশ্যত—দর্শন করুন; মে—আমার; যঃ—যে; অহম্—আমি; শ্রদ্দধে—বিশ্বাস করেছিলাম; ক্লীব—ক্লীব; কত্থনম্—কথায়।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ তখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অর্জুনকে ভর্ৎসনা করলেন, "আমার মূর্খতা দর্শন করুন, আমি এক ক্লীবের দম্ভোক্তিতে বিশ্বাস করেছিলাম।"

শ্লোক ৪০

ন প্রদ্যুম্নো নানিরুদ্ধো ন রামো ন চ কেশবঃ ।
যস্য শেকুঃ পরিত্রাতুং কোঽন্যস্তদবিতেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

ন—না; প্রদ্যুম্নঃ—প্রদ্যুম্ন; ন—না; অনিরুদ্ধঃ—অনিরুদ্ধ; ন—না; রামঃ—বলরাম; ন—না; চ—ও; কেশবঃ—কৃষ্ণ; যস্য—যাকে (শিশুদের); শেকুঃ—সমর্থ ছিলেন; পরিত্রাতুম্—রক্ষা করতে; কঃ—কে; অন্যঃ—অন্য; তৎ—এই অবস্থায়; অবিতা—রক্ষক রূপে; ঈশ্বরঃ—সমর্থ।

অনুবাদ

"যখন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রাম কিম্বা কেশব কেউই একজনকে রক্ষা করতে পারেন না, তখন অন্য কে তাকে রক্ষা করতে সমর্থ হতে পারেন?

শ্লোক ৪১

ধিগর্জুনং মৃষাবাদং ধিগাত্মশ্লাঘিনো ধনুঃ ।
দৈবোপসৃষ্টং যো মৌঢ্যাদানিনীষতি দুর্মতিঃ ॥ ৪১ ॥

ধিক্—ধিক্; অর্জুনম্—অর্জুনকে; মৃষা—মিথ্যা; বাদম্—যাঁর বাক্য; ধিক্—ধিক্; আত্ম—নিজের; শ্লাঘিনঃ—গুণকীর্তনকারীর; ধনুঃ—ধনুকের; দৈব—দৈব দ্বারা;

উপসৃষ্টম্—নীত; **যঃ**—যে; **মৌঢ্যাৎ**—মোহবশত; **আনিনীষতি**—ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছুক হয়; **দুর্মতিঃ**—মূর্খ।

অনুবাদ

"সেই মিথ্যাবাদী অর্জুনকে ধিক্! তার সেই ধনুকের দম্ভোক্তিকে ধিক্! সে এতই মূর্খ যে, মোহবশত সে ভাবছিল—দৈব যাকে নিয়ে গেছে, তাকে সে ফিরিয়ে আনতে পারবে।"

শ্লোক ৪২

এবং শপতি বিপ্রর্ষৌ বিদ্যামাস্থায় ফাল্গুনঃ ।
যযৌ সংযমনীমাশু যত্রাস্তে ভগবান্ যমঃ ॥ ৪২ ॥

এবম্—এইভাবে; **শপতি**—তিনি তাঁকে অভিশাপ দিতে থাকলে; **বিপ্র-ঋষৌ**—জ্ঞানী ব্রাহ্মণ; **বিদ্যাম্**—অতীন্দ্রিয় বিদ্যা; **আস্থায়**—প্রভাবে; **ফাল্গুনঃ**—অর্জুন; **যযৌ**—গমন করলেন; **সংযমনীম্**—সংযমনী নামক স্বর্গের নগরে; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **যত্র**—যেখানে; **আস্তে**—বাস করেন; **ভগবান্ যমঃ**—ভগবান যম।

অনুবাদ

বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন তাঁর উপর অপমান পুঞ্জীভূত করছিলেন, তখন অর্জুন ভগবান যমরাজের নিবাস দিব্য নগরী সংযমনীতে তৎক্ষণাৎ যাওয়ার জন্য এক অতীন্দ্রিয় বিদ্যার প্রয়োগ করলেন।

শ্লোক ৪৩-৪৪

বিপ্রাপত্যমচক্ষাণস্তত ঐন্দ্রীমগাৎ পুরীম্ ।
আগ্নেয়ীং নৈর্ঋতীং সৌম্যাং বায়ব্যাং বারুণীমথ ।
রসাতলং নাকপৃষ্ঠং ধিষ্ণ্যান্যন্যান্যুদায়ুধঃ ॥ ৪৩ ॥
ততোঽলব্ধদ্বিজসুতো হ্যনিস্তীর্ণপ্রতিশ্রুতঃ ।
অগ্নিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রত্যুক্তঃ প্রতিষেধতা ॥ ৪৪ ॥

বিপ্র—ব্রাহ্মণের; **অপত্যম্**—পুত্র; **অচক্ষাণঃ**—দর্শন না করে; **ততঃ**—সেখান থেকে; **ঐন্দ্রীম্**—ইন্দ্রের; **অগাৎ**—তিনি গমন করলেন; **পুরীম্**—নগরীতে; **আগ্নেয়ীম্**—অগ্নি দেবতার নগরী; **নৈর্ঋতীম্**—মৃত্যু অধঃস্তন দেবতার নগরী (নির্ঋতি, যিনি ভগবান যম থেকে ভিন্ন); **সৌম্যম্**—চন্দ্র দেবতার নগরী; **বায়ব্যাম্**—বায়ু দেবতার নগরী; **বরুণীম্**—জলের দেবতার নগরী; **অথ**—তারপর; **রসাতলম্**—পাতাললোকে; **নাক-পৃষ্ঠম্**—স্বর্গ; **ধিষ্ণ্যানি**—রাজ্য; **অন্যানি**—অন্যান্য; **উদায়ুধঃ**—উদ্যত অস্ত্র সহ; **ততঃ**

—সেখানে; **অলব্ধ**—প্রাপ্ত হতে ব্যর্থ হয়ে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণের; **সুতঃ**—পুত্র; **হি**—বস্তুত; **অনিস্তীর্ণ**—উত্তীর্ণ হতে না পেরে; **প্রতিশ্রুতঃ**—তাঁর প্রতিজ্ঞায়; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **বিবিক্ষুঃ**—প্রবেশে উদ্যত হলে; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **প্রত্যুক্তঃ**—উক্ত হলেন; **প্রতিষেধতা**—নিবৃত্ত হয়ে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের পুত্রকে সেখানে দেখতে না পেয়ে অর্জুন অগ্নি, নির্ঋতি, সোম, বায়ু ও বরুণের নগরী গুলিতেও গিয়েছিলেন। উদ্যত অস্ত্র নিয়ে পাতাল থেকে স্বর্গ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহলোক জুড়ে তিনি অনুসন্ধান করলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে কোথাও না পেয়ে, অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে, পবিত্র অগ্নিতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি যখন তা করতে যাবেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, অর্জুন ভগবান শিবকে নিঃসন্দেহে তাঁর গুরু রূপে মানতেন আর তাই শিবের দিব্য আলয়ে তিনি অনুসন্ধান করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

শ্লোক ৪৫

দর্শয়ে দ্বিজসূনূংস্তে মাবজ্ঞাত্মানমাত্মনা ।
যে তে নঃ কীর্তিং বিমলাং মনুষ্যাঃ স্থাপয়িষ্যন্তি ॥ ৪৫ ॥

দর্শয়ে—আমি দেখাব; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণের; **সূনূন্**—পুত্রদের; **তে**—তোমাকে; **মা**—কর না; **অবজ্ঞা**—অবজ্ঞা; **আত্মানম্**—নিজেকে; **আত্মনা**—তোমার মন দ্বারা; **যে**—যে; **তে**—এই সকল (সমালোচনা); **নঃ**—আমাদের উভয়ের; **কীর্তিম্**—যশ; **বিমলাম্**—নির্মল; **মনুষ্যাঃ**—মানুষেরা; **স্থাপয়িষ্যন্তি**—স্থাপন করবে।

অনুবাদ

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রদের প্রদর্শন করাব, তাই তুমি এইভাবে নিজেকে অবজ্ঞা করো না। যারা এখন আমাদের সমালোচনা করছে, শীঘ্রই তারাই আমাদের নিষ্কলঙ্ক যশ প্রতিষ্ঠা করবে।

শ্লোক ৪৬

ইতি সম্ভাষ্য ভগবানর্জুনেন সহেশ্বরঃ ।
দিব্যং স্বরথমাস্থায় প্রতীচিং দিশমাবিশৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **সম্ভাষ্য**—উপদেশ প্রদান করে; **ভগবান্**—ভগবান; **অর্জুনেন সহ**—অর্জুন সহ; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **দিব্যম্**—দিব্য; **স্ব**—তাঁর; **রথম্**—রথ; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম; **দিশম্**—দিকে; **আবিশৎ**—তিনি গমন করলেন।

অনুবাদ

অর্জুনকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান অর্জুন সহ তাঁর দিব্য রথে আরোহণ করে, তাঁরা একত্রে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৪৭

সপ্ত দ্বীপান্ সসিন্ধূংশ্চ সপ্ত সপ্ত গিরীনথ ।
লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ সুমহত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

সপ্ত—সাতটি; **দ্বীপান্**—দ্বীপ; **স**—সহ; **সিন্ধূন্**—সেগুলির সমুদ্ররাশি; **চ**—এবং; **সপ্ত সপ্ত**—সাত-সাতটি; **গিরীন্**—পর্বত; **অথ**—তখন; **লোক-অলোকম্**—আলো অন্ধকারে বিভেদকারী পর্বত; **তথা**—ও; **অতীত্য**—অতিক্রম করে; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **সু-মহৎ**—বিশাল; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

ভগবানের রথ ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত সাগর ও সাতটি প্রধান পর্বত সহ সপ্ত দ্বীপকে অতিক্রম করলেন। তারপর তা লোকালোকের সীমান্ত অতিক্রম করে ঘোর অন্ধকারের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত গ্রহসমূহ অতিক্রম করে ব্রহ্মাণ্ডের আচ্ছাদনে পৌঁছলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই আচ্ছাদনকে ঘোর অন্ধকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই জড় জগৎ অন্ধকার রূপে বর্ণিত। মুক্ত মহাকাশে সূর্যালোক রয়েছে আর তাই তা আলোকময়, কিন্তু আচ্ছাদনের ভিতর সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে, তা স্বাভাবিকভাবেই অন্ধকার।"

শ্লোক ৪৮-৪৯

তত্রাশ্বাঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ ।
তমসি ভ্রষ্টগতয়ো বভূবুর্ভরতর্ষভ ॥ ৪৮ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণো মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং স্বচক্রং প্রাহিণোৎ পুরঃ ॥ ৪৯ ॥

তত্র—সেই স্থানে; **অশ্বাঃ**—অশ্বসমূহ; **শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকাঃ**—শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক; **তমসি**—অন্ধকারে; **ভ্রষ্ট**—ভ্রষ্ট; **গতয়ঃ**—তাদের পথ; **বভূবুঃ**—হওয়ায়; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ; **তান্**—তাদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **মহা**—মহা; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগের ঈশ্বরের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **সহস্র**—সহস্র; **আদিত্য**—সূর্যের; **সঙ্কাশম্**—সম; **স্ব**—তাঁর নিজ; **চক্রম্**—চক্র; **প্রাহিণোৎ**—প্রেরণ করলেন; **পুরঃ**—সম্মুখে।

অনুবাদ

সেই অন্ধকারে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক রথের অশ্বগুলি পথভ্রষ্ট হল। তাদের এই অবস্থায় দেখে, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহস্র সূর্যসম উজ্জ্বল সুদর্শন চক্রকে রথের সম্মুখভাগে প্রেরণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের নিম্নোক্ত ভাবসম্প্রসারণ প্রদান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অশ্বগুলি তাঁর মর্ত্যলীলায় অংশগ্রহণের জন্য বৈকুণ্ঠ থেকে অবতরণ করল। যেহেতু ভগবান স্বয়ং একজন ক্ষুদ্র মানুষের মতো লীলা করছেন, তাই তাঁর অশ্বগুলিও এখন এই লীলার ভবিষ্যতের শ্রোতাদের জন্য অবস্থার নাটকীয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তমূলক আচরণ করল।

শ্লোক ৫০

তমঃ সুঘোরং গহনং কৃতং মহদ্
বিদারয়দ্ ভূরিতরেণ রোচিষা ।
মনোজবং নির্বিবিশে সুদর্শনং
গুণচ্যুতো রামশরো যথা চমূঃ ॥ ৫০ ॥

তমঃ—অন্ধকার; **সু**—অত্যন্ত; **ঘোরম্**—ঘোর; **গহনম্**—গহন; **কৃতম্**—জাগতিক সৃষ্টির এক প্রকাশ; **মহৎ**—গভীর; **বিদারয়ৎ**—ছেদন করে; **ভূরি-তরেণ**—প্রভূত; **রোচিষা**—তার জ্যোতি দ্বারা; **মনঃ**—মনের; **জবম্**—বেগে; **নির্বিবিশে**—প্রবেশ করল; **সুদর্শনম্**—সুদর্শন চক্র; **গুণ**—তাঁর জ্যা থেকে; **চ্যুত**—নিক্ষেপিত; **রাম**—শ্রীরামচন্দ্রের; **শরঃ**—তীর; **যথা**—যেমন; **চমূঃ**—সৈন্যমধ্যে।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র তাঁর প্রজ্বলিত জ্যোতি দ্বারা অন্ধকার ভেদ করতে লাগল। মনের গতিবেগের মতোই সে সৃষ্টির আদি বস্তু থেকে প্রকাশিত সেই গভীর,

ভয়ঙ্কর অন্ধকারকে ছেদন করতে লাগল, যেন শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক থেকে নিক্ষেপিত তীর তাঁর শত্রু সৈন্যদের ছেদন করছিল।

শ্লোক ৫১

দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃ
পরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্ ।
সমশ্নুবানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ
প্রতাড়িতাক্ষোঽপিদধেঽক্ষিণী উভে ॥ ৫১ ॥

দ্বারেণ—পথ দ্বারা; চক্র—সুদর্শন চক্র; অনুপথেন—পশ্চাদবর্তী; তৎ—সেই; তমঃ—অন্ধকার; পরম্—দূরে অবস্থিত; পরম্—অপ্রাকৃত; জ্যোতিঃ—জ্যোতি; অনন্ত—অনন্ত; পারম্—অপার; সমশ্নুবানম্—সুবিস্তৃত; প্রসমীক্ষ্য—দৃষ্টিপাত করে; ফাল্গুনঃ—অর্জুন; প্রতাড়িত—প্রতিহত হলে; অক্ষঃ—চক্ষুদ্বয়; অপিদধে—তিনি বন্ধ করলেন; অক্ষিণী—তাঁর চক্ষুদ্বয়; উভে—উভয়।

অনুবাদ

সুদর্শন চক্রকে অনুসরণ করে রথ অন্ধকারের অতীত অনন্ত দিব্য আলোকময় সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতিতে উপস্থিত হল। এই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করা মাত্র অর্জুনের চক্ষু আহত হল, আর তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের আটটি ঘন আবরণের প্রত্যেকটিকে ভেদ করে শ্রীকৃষ্ণের রথকে সুদর্শন চক্র অনন্ত আত্ম-জ্যোতির্ময় চিন্ময় আকাশের আবহে নিয়ে এল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই বৈকুণ্ঠ যাত্রা *শ্রীহরি-বংশেও* বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে তাঁর সঙ্গীর প্রতি উক্তি রূপে শ্রীভগবানকে উদ্ধৃত করা হয়েছে—

ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহৎ যদ্দৃষ্টবানসি ।
অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্ ॥

"হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মজ্যোতির যে দিব্য প্রকাশ তুমি দর্শন করছ, তা আমার ব্যতীত আর অন্য কারও নয়। এটি আমার আপন নিত্য জ্যোতি।"

প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী ।
তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ ॥

"এতে আমার নিত্য অপ্রাকৃত শক্তি, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এই জগতের প্রধান যোগীগণ এর মধ্যে প্রবেশ করে মুক্ত হন।"

সা সাঙ্খ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্ ।
তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ
মমৈব তদ্ধনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥

"হে পার্থ, যোগী ও তপস্বীগণের এবং সাঙ্খ্যের অনুগামী জ্ঞানী পুরুষদেরও তা পরম লক্ষ্য। একমাত্র পরমব্রহ্মই সমগ্র সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের এই বিচিত্রতা প্রকাশ করছেন। হে ভারত, আমার নিগূঢ় নিজ জ্যোতি রূপেই এই ব্রহ্মজ্যোতিকে তোমার উপলব্ধি করা উচিত।"

শ্লোক ৫২

ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা
বলীয়সৈজদ্‌বৃহদূর্মিভূষণম্ ।
তত্রাদ্ভুতং বৈ ভবনং দ্যুমত্তমং
ভ্রাজন্মণিস্তম্ভসহস্রশোভিতম্ ॥ ৫২ ॥

ততঃ—সেখান থেকে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করলেন; **সলিলম্**—জলে; **নভস্বতা**—বায়ু দ্বারা; **বলীয়সা**—প্রবল; **ওজৎ**—বেগে; **বৃহৎ**—মহা; **ঊর্মি**—তরঙ্গ; **ভূষণম্**—ভূষণ; **তত্র**—তার মধ্যে; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **বৈ**—বস্তুত; **ভবনম্**—ধাম; **দ্যুমৎ-তমম্**—উত্তম দ্যুতিবিশিষ্ট; **ভ্রাজৎ**—দীপ্তিময়; **মণি**—মণি দ্বারা; **স্তম্ভ**—স্তম্ভের; **সহস্র**—সহস্র; **শোভিতম্**—শোভিত।

অনুবাদ

সেখান থেকে তাঁরা প্রবল বায়ু বেগে সঞ্চালিত মহাতরঙ্গশালী জলমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই সাগরমধ্যে অর্জুন তাঁর ইতিপূর্বে দর্শন করা যে কোন কিছুর চেয়েও অধিকতর উত্তম দ্যুতি বিশিষ্ট এক অদ্ভুত প্রাসাদ দর্শন করলেন। দীপ্তিময় মণিমাণিক্য খচিত সহস্র শোভন স্তম্ভ দ্বারা তার সৌন্দর্য বিকশিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৫৩

তস্মিন্ মহাভোগমনন্তমদ্ভুতং
সহস্রমূর্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ ।
বিভ্রাজমানং দ্বিগুণেক্ষণোল্বণং
সিতাচলাভং শিতিকণ্ঠজিহ্বম্ ॥ ৫৩ ॥

তস্মিন্—সেখানে; **মহা**—বিশাল; **ভোগম্**—সর্প; **অনন্তম্**—ভগবান অনন্ত; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **সহস্র**—সহস্র; **মূর্ধন্য**—তার মস্তকে; **ফণা**—ফণাসমূহে; **মণি**—মণির; **দ্যুভিঃ**—প্রভায়; **বিরাজমানম্**—উজ্জ্বল; **দ্বি**—দুই; **গুণ**—গুণ; **ঈক্ষণ**—যার চক্ষু; **উল্বণম্**—আতঙ্কিত; **সিত**—শ্বেত; **অচল**—প্রধানত কৈলাস পর্বত; **আভম্**—সাদৃশ্য; **শিতি**—ঘন নীল; **কণ্ঠ**—যার কণ্ঠ; **জিহ্বাম্**—এবং জিহ্বা।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদের মধ্যে ছিলেন সম্ভ্রম জাগরূক বিশাল অনন্ত শেষ নাগ। তাঁর সহস্র ফণায় অবস্থিত মণিসমূহ ও তাঁর দ্বিসহস্র ভয়ঙ্কর নয়নের প্রতিফলন থেকে প্রকাশিত দ্যুতি দ্বারা তিনি উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করছিলেন। তাঁকে শুভ্র কৈলাস পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল এবং তাঁর কণ্ঠ ও জিহ্বা ছিল ঘন নীল বর্ণের।

শ্লোক ৫৪-৫৬

দদর্শ তদ্ভোগসুখাসনং বিভুং
মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমম্ ।
সান্দ্রাম্বুদাভং সুপিশঙ্গবাসসং
প্রসন্নবক্ত্রং রুচিরায়তেক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥
মহামণিব্রাতকিরীটকুণ্ডলা
প্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলম্ ।
প্রলম্বচার্বষ্টভুজং সকৌস্তুভং
শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়াবৃতম্ ॥ ৫৫ ॥
সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈশ্
চক্রাদিভির্মূর্ত্তিধরৈর্নিজায়ুধৈঃ ।
পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্ত্যজয়াখিলর্ধিভির্
নিষেব্যমানং পরমেষ্ঠিনাং পতিম্ ॥ ৫৬ ॥

দদর্শ—(অর্জুন) দর্শন করলেন; **তৎ**—সেই; **ভোগ**—নাগ; **সুখ**—সুখপ্রদ; **আসনম্**—আসনে; **বিভুম্**—বিভু; **মহা-অনুভাবম্**—সর্বশক্তিমান; **পুরুষ-উত্তম**—পুরুষোত্তম; **উত্তমম্**—পরম; **সান্দ্র**—ঘন; **অম্বুদ**—মেঘ; **আভম্**—সদৃশ (তাঁর নীল বর্ণ দ্বারা); **সু**—সুন্দর; **পিশঙ্গ**—পীত; **বাসসম্**—বসন; **প্রসন্ন**—প্রসন্ন; **বক্ত্রম্**—তাঁর বদন;

রুচির—আকর্ষণীয়; **আয়ত**—আয়ত; **ঈক্ষণম্**—যাঁর নয়ন দুটি; **মহা**—মহা; **মণি**—মণির; **ব্রাত**—গুচ্ছ দ্বারা; **কিরীট**—তাঁর মুকুটের; **কুণ্ডল**—এবং কুণ্ডলদ্বয়ের; **প্রভা**—প্রভা দ্বারা; **পরিক্ষিপ্ত**—বিচ্ছুরিত; **সহস্র**—সহস্র; **কুন্তলম্**—কুন্তল; **প্রলম্ব**—দীর্ঘ; **চারু**—সুরম্য; **অষ্ট**—আটটি; **ভুজম্**—বাহু দুটি; **স**—যুক্ত; **কৌস্তুভম্**—কৌস্তুভ মণি; **শ্রীবৎস-লক্ষ্মম্**—শ্রীবৎস রূপে পরিচিত চিহ্ন প্রদর্শিত; **বন**—বনফুলের; **মালয়া**—একটি মালা দ্বারা; **আবৃতম্**—আবৃত; **সুনন্দ-নন্দ-প্রমুখৈঃ**—সুনন্দ ও নন্দ প্রমুখ দ্বারা; **স্ব-পার্ষদৈঃ**—তাঁর নিজ পার্ষদগণ দ্বারা; **চক্র-আদিভিঃ**—চক্র প্রভৃতি; **মূর্তি**—মূর্তি; **ধরৈঃ**—প্রকাশ পূর্বক; **নিজ**—তাঁর নিজ; **আয়ুধৈঃ**—অস্ত্র দ্বারা; **পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্তি-অজয়া**—তাঁর পুষ্টি, শ্রী, কীর্তি ও অজা বিভূতি দ্বারা; **অখিল**—সকল; **ঋধিভিঃ**—তাঁর অতীন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা; **নিশেব্যমানম্**—আরাধিত হচ্ছিলেন; **পরমেষ্ঠিনাম্**—জগৎ শাসকগণের; **পতিম্**—প্রধান।

অনুবাদ

অর্জুন তখন সর্পশয্যায় সুখাসনে উপবিষ্ট সর্বব্যাপ্ত ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান মহাবিষ্ণুকে দর্শন করলেন। তাঁর নীলাভ বর্ণ ছিল বর্ষার ঘন মেঘের মতো, তিনি পীত বসন পরিধান করেছিলেন, তাঁর প্রসন্ন বদন, আয়ত নয়ন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তিনি সুরম্য অষ্টবাহু সমন্বিত ছিলেন। তাঁর অপরিমিত কেশ-কুন্তলে তাঁর মুকুট ও কুণ্ডলের সুশোভিত মহামূল্যবান রত্নরাজির প্রভা প্রতিফলিত হচ্ছিল। তিনি কৌস্তুভ মণি, শ্রীবৎস চিহ্ন ও বনফুলের মালা পরিধান করেছিলেন। সুনন্দ ও নন্দ প্রমুখ তাঁর নিজ পার্ষদগণ, মূর্তিমান তাঁর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ, পুষ্টি, শ্রী, কীর্তি ও অজা নামক তাঁর বিভূতিসকল এবং তাঁর অন্যান্য বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় শক্তিসমূহ সেই পরমেশ্বর, তাঁর সেবা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করছেন যে, "শ্রীভগবানের অসংখ্য শক্তিরাজি রয়েছে এবং তারাও সেখানে মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে দণ্ডায়মান ছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—পুষ্টি, পোষণশক্তি; শ্রী, সৌন্দর্যের শক্তি; কীর্তি, যশ শক্তি; এবং অজা, জাগতিক সৃষ্টির শক্তি। এই সমস্ত শক্তি সমূহকে জড় জগতের শাসকের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে—যেমন ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু এবং স্বর্গ রাজ্যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ ও সূর্যদেব। অন্যভাবে বলতে গেলে এসকল দেবতারা শ্রীভগবানের দ্বারা নির্দিষ্ট শক্তি প্রদত্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময়ী প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন।"

শ্লোক ৫৭

ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতো
জিষ্ণুশ্চ তদ্দর্শনজাতসাধ্বসঃ ।
তাবাহ ভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভুর্
বদ্ধাঞ্জলী সস্মিতমূর্জয়া গিরা ॥ ৫৭ ॥

ববন্দ—প্রণামপূর্বক; **আত্মানম্**—নিজের প্রতি; **অনন্তম্**—তাঁর অনন্তরূপে; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ; **জিষ্ণুঃ**—অর্জুন; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **দর্শন**—দর্শন দ্বারা; **জাত**—জাত; **সাধ্বসঃ**—সম্ভ্রম; **তৌ**—তাঁদের দুইজনের প্রতি; **আহ**—বললেন; **ভূমা**—সর্বশক্তিমান ভগবান মহাবিষ্ণু; **পরমেষ্ঠিনাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের শাসকগণের; **প্রভুঃ**—প্রভু; **বদ্ধ-অঞ্জলী**—ভক্তিতে কৃতাঞ্জলি; **স**—সহ; **স্মিতম্**—মৃদু হাসি; **ঊর্জয়া**—শক্তিশালী; **গিরা**—কণ্ঠে।

অনুবাদ

এই অনন্তরূপী নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন এবং অর্জুনও ভগবান মহা-বিষ্ণুর দর্শনে বিস্মিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর জগতের সকল ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান মহাবিষ্ণুর সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান তাঁদের উদ্দেশে তিনি হাসলেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ অনুধাবন করছেন যে—শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোবর্ধন পর্বত পূজার সময় তাঁর আপন বিগ্রহকে নমস্কার করেছিলেন, এখনও তেমনি তাঁর লীলার প্রয়োজনবশত তাঁর আপন প্রকাশ বিষ্ণুকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ভগবান অনন্ত, অসংখ্য প্রকাশের অধিকারী, তাঁর এই অষ্টভুজ প্রকাশ এই সকল প্রকাশের মধ্যে একটি। তিনি হচ্ছেন *অচ্যুত* অর্থাৎ "কখনও তাঁর অবস্থান থেকে চ্যুত হন না" এই অর্থে যে, তিনি তাঁর বৃন্দাবনে রাখাল বালক রূপ তাঁর নর-লীলা থেকে কখনও নিবৃত্ত হননি। তাই তাঁর কৃষ্ণ রূপ নর-লীলার বিশেষ মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি তাঁর নিজ অংশ প্রকাশকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

ভগবান মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্মুখে *ভূমা* অর্থাৎ পরম ঐশ্বর্যময় রূপে এবং *পরমেষ্ঠিনাম্ প্রভু* অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড শাসনকারী অসংখ্য ব্রহ্মার ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে অর্জুনকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি গুরুগম্ভীরভাবে কথা বলেছিলেন। তাঁর হাসি তাঁর গোপন ভাবনার

ইঙ্গিত প্রদান করে যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রকাশ করেছেন—"হে কৃষ্ণ, আপনার ইচ্ছায় আমি আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করব, যদিও আমি আপনার প্রকাশ মাত্র তবুও, একই সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে আমার বক্তব্যে আমি আপনার রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য এবং আপনিই যে আমার প্রকাশের উৎস, সেই সত্য আমি প্রকাশ করব। কেবল দর্শন করুন আমি কেমন চতুর—কারণ অর্জুনের সামনে আমি গোপনভাবে আপনার সঙ্গে আমার অভিন্নতা প্রকাশ করছি।"

শ্লোক ৫৮

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে ।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥ ৫৮ ॥

দ্বিজ—ব্রাহ্মণের; **আত্ম-জাঃ**—পুত্রগণকে; **মে**—আমার; **যুবয়োঃ**—তোমাদের উভয়কে; **দিদৃক্ষুণা**—দর্শনেচ্ছু; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপানীতাঃ**—আনীত হয়েছে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **ধর্ম**—ধর্মের; **গুপ্তয়ে**—রক্ষার জন্য; **কলা**—(আমার) অংশে; **অবতীর্ণৌ**—অবতরণ করেছ; **অবনেঃ**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **অসুরান্**—অসুরগণ; **হত্বা**—বধের পর; **ইহ**—এখানে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **ত্বরয়া**—সত্বর; **ইতম্**—আগমন কর; **অন্তি**—কাছে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

[ভগবান মহাবিষ্ণু বললেন—] আমি ব্রাহ্মণ পুত্রদের এখানে এনেছি, কারণ ধর্ম রক্ষার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ আমার অংশপ্রকাশ তোমাদের দুজনকে আমি দর্শন করতে চেয়েছিলাম। পৃথিবীর ভার স্বরূপ অসুরদের হত্যা করা মাত্র সত্বর এখানে আমার কাছে ফিরে এস।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বিশ্লেষণ অনুসারে, অর্জুনের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য কথিত এই সকল কথার গূঢ় অর্থ এই যে,—"আপনারা দুজন, যাঁরা নিজ *কলা* অর্থাৎ নিজ শক্তিসমূহ সহ অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা পৃথিবীর ভাররূপ অসুরদের নিধন করে আমার কাছে ফিরে আসুন। সত্বর সেইসকল অসুরদের মোক্ষলাভের জন্য আমার কাছে এখানে প্রেরণ করুন।" *হরি বংশ* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুক্তি লাভের ক্রমপর্যায়িক পথটি মধ্যবর্তী স্থান ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টম আবরণের বাইরে অবস্থিত মহাবিষ্ণুর ধামকে অতিক্রম করছে।

শ্লোক ৫৯

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ।
ধর্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্ ॥ ৫৯ ॥

পূর্ণ—পূর্ণ; **কামৌ**—সকল কামনা; **অপি**—যদিও; **যুবাম্**—তোমরা দুজন; **নর-নারায়ণৌ ঋষী**—নর ও নারায়ণ ঋষি রূপে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **আচরতাম্**—আচরণ কর; **স্থিত্যৈ**—তা পালনের জন্য; **ঋষভৌ**—সর্বলোকোত্তম; **লোক-সংগ্রহম্**—সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য।

অনুবাদ

যদিও তোমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়েছে, হে সর্বলোকোত্তমদ্বয়, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্মাচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে নর ও নারায়ণ ঋষি রূপে তোমরা আচরণ কর।

শ্লোক ৬০-৬১

ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা তৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্ঠিনা ।
ওমিত্যানম্য ভূমানমাদায় দ্বিজদারকান ॥ ৬০ ॥
ন্যবর্তেতাং স্বকং ধাম সম্প্রহৃষ্টৌ যথাগতম্ ।
বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্ যথারূপং যথাবয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি—এইসকল বাক্য দ্বারা; **আদিষ্টৌ**—নির্দেশিত; **ভগবতা**—ভগবান দ্বারা; **তৌ**—তারা; **কৃষ্ণৌ**—কৃষ্ণদ্বয় (কৃষ্ণ ও অর্জুন); **পরমেষ্ঠিনা**—সর্বলোকাধীশ্বর; **ওম্-ইতি**—তাঁদের সম্মতি বোঝাতে ওম্ কীর্তন পূর্বক; **আনম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **ভূমানম্**—সর্বশক্তিমান ভগবানকে; **আদায়**—এবং গ্রহণ করে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণের; **দারকান্**—পুত্রগণকে; **ন্যবর্তেতাম্**—তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলেন; **স্বকম্**—তাঁদের নিজ; **ধাম**—ধামে (দ্বারকা); **সম্প্রহৃষ্টৌ**—সন্তুষ্ট; **যথা**—একইভাবে; **গতম্**—যেভাবে তাঁরা আগমন করেছিলেন; **বিপ্রায়**—ব্রাহ্মণকে; **দদতুঃ**—তাঁরা প্রদান করলেন; **পুত্রান্**—তাঁর পুত্রগণকে; **যথা**—যথা; **রূপম্**—রূপে; **যথা**—যথা; **বয়ঃ**—বয়সে।

অনুবাদ

সর্বলোকেশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ এইভাবে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন 'ওম্' কীর্তন দ্বারা সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান ভগবান মহা-বিষ্ণুকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে তাঁদের সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁরা যে পথ ধরে আগমন করেছিলেন সেই পথ ধরে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন

করলেন। সেখানে তাঁরা ব্রাহ্মণের পুত্রদের ঠিক যেরকম শিশু দেহে তারা হারিয়ে গিয়েছিল, সেই রকম অবস্থায় ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন।

শ্লোক ৬২

নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ ।
যৎ কিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্ ॥ ৬২ ॥

নিশাম্য—দর্শন করে; **বৈষ্ণবম্**—ভগবান বিষ্ণুর; **ধাম**—ধাম; **পার্থ**—অর্জুন; **পরম**—পরম; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **যৎ-কিঞ্চিৎ**—যা কিছু; **পৌরুষম্**—বিশেষ শক্তি; **পুংসাম্**—জীবের; **মেনে**—তিনি সিদ্ধান্ত করলেন; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণের; **অনুকম্পিতম্**—প্রদর্শিত করুণা।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণুর রাজ্য দর্শন করে অর্জুন সম্পূর্ণ বিস্মিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যা কিছু অসাধারণ শক্তি কোনও মানুষ প্রদর্শন করতে পারে, তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই করুণার প্রকাশ মাত্র।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অর্জুনের বিস্ময়কে এইভাবে বর্ণনা করছেন—তিনি ভাবলেন, "দেখ, যদিও আমি একজন নশ্বর মানুষ মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমি সমস্ত কিছুর পরম কারণ ভগবানকে দর্শন করলাম।"

তারপর এক মুহূর্ত পরে তিনি আবার ভাবলেন, "কিন্তু ভগবান বিষ্ণু কেন বলেছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের ইচ্ছায় ব্রাহ্মণের সন্তানদের অপহরণ করেছিলেন? কেন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আপন অংশপ্রকাশকে দর্শন করার জন্য এতটা লালায়িত? এটি হয়ত কোন অদ্ভুত ক্ষণিক অবস্থার প্রভাব হবে, কিন্তু যেহেতু তিনি *দিদৃক্ষতার* পরিবর্তে *দিদৃক্ষুণা* বলেছিলেন তাই শব্দের অন্তে যুক্ত *ষ্ণা* প্রত্যয় বিভক্তিটি নিত্য বৈশিষ্ট্যের অর্থ বহন করছে, অনিত্য বৈশিষ্ট্যের নয়—তাই সিদ্ধান্তটি হবে যে, তিনি সর্বদাই কৃষ্ণ ও আমাকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন। যদি এমনটি সত্য হয়ও, কেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় দর্শন করলেন না? যাই হোক, ভগবান মহাবিষ্ণু জগতের সর্বব্যাপ্ত স্রষ্টা, তিনি তাঁর হাতের মধ্যে সেই সৃষ্টি এক *আমলকী* ফলের মতো ধারণ করে থাকেন। তা হলে কি এটা সত্যি যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় দর্শন করতে পারেন নি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশেষ সম্মতি ব্যতীত তাঁকে দর্শন করার অনুমোদন কাউকে দেন না?

সকল ব্রাহ্মণগণের করুণাময় প্রভু ভগবান মহাবিষ্ণুও কেন বারবার বছরের পর বছর একজন উত্তম ব্রাহ্মণকে পীড়িত করলেন? তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ত্যাগ করতে পারেননি বলেই এই অস্বাভাবিক আচরণ করেছিলেন। বেশ, তিনি না হয় এই জন্য অযৌক্তিক আচরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি কেন ব্রাহ্মণ-পুত্রদের হরণ করার জন্য তাঁর কোন সেবককে প্রেরণ করলেন না? কেন তিনি স্বয়ং দ্বারকায় এসেছিলেন? শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী থেকে তাদের চুরি করা কি এতই কঠিন ছিল যে, স্বয়ং বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেউ তা সম্পাদন করতে পারতেন না? আমি বুঝতে পারছি যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নগরীর এক ব্রাহ্মণকে এতটাই পীড়িত করতে ইচ্ছুক ছিলেন যাতে শ্রীকৃষ্ণ তা সহ্য করতে অসমর্থ হন; তখন তিনি ভগবান বিষ্ণুকে তাঁর দর্শন দান করতে সম্মত হবেন। ভগবান বিষ্ণু পীড়িত ব্রাহ্মণকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তার অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করেছিলেন। তাই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবান মহাবিষ্ণুর চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের মর্যাদা উচ্চতর।"

এইভাবে চিন্তা করে অর্জুন সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রকৃতপক্ষে এটাই বাস্তব ঘটনা কি না এবং ভগবান তার উত্তরে যা বললেন, তা *হরিবংশে* বর্ণনা করা হয়েছে—

মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা ।
বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো মৎসমীপং ন চান্যথা ॥

"আমাকে দর্শন করার জন্যই তিনি, সেই পরমাত্মা, পুত্রগুলিকে অপহরণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র কোনও ব্রাহ্মণের পক্ষ সমর্থনেই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দর্শন করতে আসবেন, অন্যথায় নয়।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আরও বলেছিলেন। "যাই হোক, আমি ব্রাহ্মণের জন্য সেখানে যাই নি; হে বন্ধু, কেবলমাত্র তোমার প্রাণ রক্ষার জন্যই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। যদি আমি ব্রাহ্মণের জন্যই বৈকুণ্ঠে গমন করতাম, তা হলে আমি তাঁর প্রথম পুত্র অপহরণের পরই তা করতে পারতাম।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, যদিও এই লীলা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে সংঘটিত হয়েছিল, তবু এখানে দশম স্কন্ধের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমার মহত্ত্বের সাধারণ শিরোনামায় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬৩

ইতীদৃশান্যনেকানি বীর্যাণীহ প্রদর্শয়ন্ ।
বুভুজে বিষয়ান্ গ্রাম্যানীজে চাত্যুর্জিতৈর্মখৈঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **ঈদৃশানি**—এই রকম; **অনেকানি**—বহু; **বীর্যাণি**—বিক্রম; **ইহ**—এই জগতে; **প্রদর্শয়ন্**—প্রদর্শনপূর্বক; **বুভুজে**—উপভোগ করেছিলেন (শ্রীকৃষ্ণ); **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় সুখকর বিষয়সমূহ; **গ্রাম্যান্**—সাধারণ; **ঈজে**—তিনি পূজা সম্পাদন করেছিলেন; **চ**—এবং; **অতি**—অতিশয়; **উর্জিতৈ**—মহাসমৃদ্ধ; **মখৈঃ**—বৈদিক যজ্ঞসমূহ দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন অন্যান্য বহু বীরত্বজনক লীলা এই জগতে প্রদর্শন করেছেন। তিনি স্পষ্টত সাধারণ মনুষ্য জীবনের সুখ উপভোগ করেছেন এবং তিনি মহাসমৃদ্ধ যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করেছেন।

শ্লোক ৬৪

প্রববর্ষাখিলান্ কামান্ প্রজাসু ব্রাহ্মণাদিষু ।
যথাকালং যথৈবেন্দ্রো ভগবান্ শ্রৈষ্ঠ্যমাস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥

প্রববর্ষঃ—তিনি বর্ষণ করেন; **অখিলান্**—সকল; **কামান্**—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু; **প্রজাসু**—তার প্রজাগণের উপর; **ব্রাহ্মণ-আদিষু**—ব্রাহ্মণদের থেকে শুরু করে; **যথা-কালম্**—যথা সময়ে; **যথাএব**—একইভাবে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র (যেমন); **ভগবান্**—ভগবান; **শ্রৈষ্ঠ্যম্**—তাঁর শ্রেষ্ঠত্বে; **আস্থিতঃ**—অবস্থান করেন।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ ও তাঁর অন্যান্য প্রজাবর্গের উপর, ঠিক যেমন ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন, সেভাবে সকল আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য বর্ষণ করেন।

শ্লোক ৬৫

হত্বা নৃপানধর্মিষ্ঠান্ ঘাতয়িত্বার্জুনাদিভিঃ ।
অঞ্জসা বর্তয়ামাস ধর্মং ধর্মসুতাদিভিঃ ॥ ৬৫ ॥

হত্বা—বধ করে; **নৃপান্**—রাজাদের; **অধর্মিষ্ঠান্**—অত্যন্ত অধার্মিক; **ঘাতয়িত্বা**—তাদের হত্যা করিয়ে; **অর্জুন-আদিভিঃ**—অর্জুন ও অন্যান্যদের দ্বারা; **অঞ্জসা**—

সহজেই; **বর্তয়াম্ আস**—তিনি সম্পাদন করিয়েছিলেন; **ধর্মম্**—ধর্ম; **ধর্ম-সুত-আদিভিঃ**—যুধিষ্ঠির (ধর্মপুত্র) ও অন্যান্যদের দ্বারা।

অনুবাদ

এখন সেই তিনি বহু খল রাজাদের হত্যা করছেন এবং অর্জুনের মতো ভক্তদের অন্যান্যদের হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করেছেন, আর সহজেই যুধিষ্ঠিরের মতো পুণ্যবান শাসকগণের দ্বারা ধর্ম সম্পাদন নিশ্চিত করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণপুত্রকে উদ্ধার করলেন' নামক একোননবতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।